যুগান্তর

যুগান্তর

27 DEC 2012
পৃষ্ঠা ২ ... কলাম ২

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ৩টি ক্যাম্পাসে চলছে অবৈধ সার্টিফিকেট বাণিজ্য

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি

চাঁপাইনবাবগঞ্জে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রমের নামে অবৈধ সার্টিফিকেট বাণিজ্য চললেও দেখার কেউ নেই। নকল বা বই দেখে পরীক্ষা দেয় শিক্ষার্থীরা। অনুমোদনহীন এই অবৈধ শিক্ষা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বন্ধ না করায় অনেক সহজ-সরল শিক্ষার্থী প্রতারিত হয়ে তাদের শিক্ষা জীবনে নেমে আসছে অন্ধকার। অভিযোগে প্রকাশ, জেলা শহরের বাতেন খাঁ মোড়, শান্তিমোড় ও পিটিআই মোড়ে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের চলছে কার্যক্রম।

বাতেন খাঁ মোড়ে জামায়াত সমর্থনপুষ্ট নেতা ও বেসরকারি বঙ্গবন্ধু শিক্ষক সমিতির ক্রীড়া সম্পাদক ওভাইদুর রুবেল ইখতারুল হক পরিচালিত ক্যাম্পাস বহুদিন থেকে এই অবৈধ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ২০০৯ সালের অক্টোবরের পর আউটার ক্যাম্পাসে ভর্তি অবৈধ ঘোষণার গণবিজ্ঞপ্তি দিলেও ২০০৯ সাল থেকে ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অনার্স, মাস্টার্স, বিএড, এমএড, ডিপ্লোমা লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সাইন্স, বিবিএ, এমবিএ কোর্সে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করে কোটি টাকা আদায় করে সঠিকভাবে কোন রেজিস্ট্রেশন কার্ড না দিয়ে স্থানীয়ভাবে বানানো রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে শুরুতেই প্রতারণা করা হচ্ছে। ভর্তি পর বাংকার, বেসরকারি কলেজ ও উচ্চ বিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষককে দিয়ে মাঝে মাঝে ক্লাস করানো হয়, পরীক্ষার আগের দিন এসেও ফরম পূরণসহ ভর্তি হয়েই পরীক্ষা দিতে পারে। আর তাদের নিজেদের করা প্রশ্ন দিয়ে নেয়া হয় পরীক্ষা এবং নকল বা বই দেখে পরীক্ষা দেয় শিক্ষার্থীরা। পরীক্ষার খাতা শিক্ষকদের দেখতে দেয়া হয় না। পরিচালকের ঘনিষ্ঠ সহকারী জহিরুল ইসলাম জহির, মাহবুবকে দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার খাতাগুলো দেখানো হয়। এমনকি ভর্তি সব বিভাগের ফর্ম তৈরি হয় এবং ছাত্রছাত্রীদের বলা হয় প্রশ্নপত্র ঢাকা হতে আসে এবং পরীক্ষার খাতা ঢাকায় দেখা হয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক বলেন, বাতেন খাঁ মোড়ের

ক্যাম্পাসে এখন পর্যন্ত প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ ছাত্রছাত্রী অনার্স, মাস্টার্স, বিএড, এমএড, ডিপ্লোমা লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সাইন্স, বিবিএ, এমবিএ বিষয়ে কোর্স সম্পূর্ণ করেছে, আর কিছু ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নরত রয়েছে। যাদের মাঝে মাঝে বলা হয় ক্লাস না করে সেমিস্টার এগিয়ে নিয়ে কোর্স সম্পন্ন করার জন্য। অনেক ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, পুরো কোর্স ফি দেয়ার পরও তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ২ হাজার টাকা নেয়। অধ্যয়ন শেষ করা শিক্ষার্থীরা যথাসময়ে সার্টিফিকেট না পেয়ে পরিচালক রুবেল ইকতারুল হকের কাছে ধরনা দিলে এনিয়ে বেশ কয়েকবার শিক্ষার্থীদের হট্টগোল হয়েছে। পরে তারা ঢাকার কখনও সাভার ক্যাম্পাস আবার কখনও উত্তরা, মিরপুর ক্যাম্পাস থেকে ছাত্রছাত্রীদের সার্টিফিকেট প্রদান করেছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের পিটিআই ক্যাম্পাস থেকে তারা ১৫০ থেকে ২০০ সার্টিফিকেট নিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। অপরদিকে শহরের শান্তি মোড়ের ক্যাম্পাসের সাইনবোর্ড নামিয়ে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর ক্যাম্পাস শহীদ স্মৃতি কলেজের প্রভাষক রবিউল ইসলাম পরিচালক হিসেবে চালিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া শহরের পিটিআইয়ের দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩য় ক্যাম্পাসের পরিচালক শফিকুল ইসলাম উত্তরা বিএনএস টাওয়ার থেকে পরিচালিত ক্যাম্পাসকে দেশের একমাত্র বৈধ ক্যাম্পাস দাবি করে শহরে পোস্টার, সিটি চ্যানেলে বিজ্ঞাপন প্রচার করছে। তিনি তার প্রতিষ্ঠানটিকে বৈধ বলে দাবি করেন। ২০১০ সালে জেলা প্রশাসনের শিক্ষা বিভাগের তৎকালীন এনডিসি ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মিজানুর রহমান বাতেন খাঁর মোড়ের দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিদর্শনে গিয়ে প্রতিষ্ঠানের অনুমোদনসহ অন্যান্য কাগজপত্রাদি চারদিনের মধ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জমা দেয়ার নির্দেশ দিলেও পরবর্তীতে কোন কাগজপত্র জমা দেয়নি। বাতেন খাঁর মোড়ে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক রুবেল ইকতারুল হক জানান, শুরুতেই ৩ সেমিস্টার পর্যন্ত নিয়মিত ক্লাস নেয়া হলেও পিটিআই ক্যাম্পাসের ছাত্রছাত্রীদের অবৈধ সুযোগ দেয়ার কারণে তার প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা একই সুযোগ গ্রহণ করেছে। কিন্তু পিটিআই ক্যাম্পাসে বাতেন খাঁ মোড়ের মতো ছাত্রছাত্রী নেই।